কোরআনের দৃষ্টিতে

আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের উপায়

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী

কোরআনের দৃষ্টিতে

আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের উপায়

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী

স্মৃতি প্রকাশনী

প্রকাশক
মোঃ নেছার উদ্দিন মাসুদ
স্মৃতি প্রকাশনী
৪৫১, মীরহাজির বাগ, ঢাকা- ১২০৪।
ফোন ঃ ৭১১৫০৩৮, ০১৭৬৫০৪৭৮২

পরিবেশক
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ
৫০৫, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

প্রকাশকাল
মার্চ'২০০৬ ইংরেজী
চৈত্র' ১৪১২ বাংলা
সফর' ১৪২৭ হিজরী

প্রচ্ছদ ও কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২ বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭।
ফোন ঃ ৯৩৪২২৪৯

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭।

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১২.০০ টাকা মাত্র

লেখকের কথা

আল্লাহর ভালবাসা অর্জন মুমিন জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। যারা আল্লাহর প্রতি মযবুত ঈমান পোষণ করে, আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা ও ভরসা রাখে, দুনিয়ায় জীবন যাপন করে যথারীতি আল্লাহর নির্দেশমত, মুত্তাকী ও মুহসেন হিসাবে, তারাই আল্লাহকে ভালবাসেন। এমন লোকদেরকেই আল্লাহ তায়ালাও ভালবাসেন। আর আল্লাহ যাকে ভালবাসেন, তার আর ভয়-ভীতি, দুঃশ্চিন্তা কি?

আল-কোরআনে আল্লাহ বলে দিয়েছেন, আল্লাহ কাকে ভালবাসেন আর কাকে ভালবাসেন না। মুমিন জীবনে তার যাবতীয় ইবাদত ও নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহকে খুশী ও রাজী করাই থাকে প্রধান উদ্দেশ্য, আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন তার জীবনের প্রধান কাম্য। আল-কোরআনে আল্লাহ কাদেরকে ভালবাসেন তা যেমন বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছেন তেমনি তিনি কাদেরকে ভালবাসেন না, তাও বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান পুস্তিকায় আমরা সে আয়াতগুলো সন্নিবেশিত করেছি। আল্লাহর বিরাগভাজন হওয়া বর্জন করে আল্লাহর প্রিয় হওয়া ও ভালবাসা অর্জনের পথ ও পন্থা কোরআনের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

আমি নিজেসহ মুমিন বন্ধু-বান্ধব ও ভাই-বোনেরা আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের বিরাট নেয়ামত লাভে ধন্য হওয়ার পথে পুস্তিকাটি সামান্য হলেও সহযোগিতা করতে পারে। এতদ্দুশ্যেই পুস্তিকাটি রচিত ও প্রকাশিত হলো।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
◆ কোরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের উপায়	৫
● আল্লাহ কাদেরকে ভালবাসেন আর কাদেরকে ভালবাসেন না	৬
● কাদেরকে আল্লাহ অপছন্দ করেন	৭
● আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন কাদেরকে	১০
● আল্লাহ তায়ালা শিরককারীর মোকাবিলায় মুমিনদেরকে ভালবাসেন	১০
● আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন	১১
● তাওবাকারীদেরকেও আল্লাহ ভালবাসেন	১১
● আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন	১১
● আল্লাহ ভালবাসেন মোহসেনদেরকে	১২
● আল্লাহ ভালবাসেন আল্লাহর উপর নির্ভরকারীদেরকে	১৩
● আল্লাহ ভালবাসেন ধৈর্যশীলদেরকে	১৪
● আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন ইনসাফকারীদেরকে	১৪
● আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন আল্লাহর পথে লড়াইকারীদের	১৫
● আল্লাহ ভালবাসেন তাদেরকে যারা নবীর অনুসারী	১৬
◆ আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করা যাবে কিভাবে?	২২

কোরআনের দৃষ্টিতে
আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের উপায়

আল্লাহ তায়ালা গোটা বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা ও সকল কিছুর মালিক। তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে সকল কিছু। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকে স্বাভাবিকভাবে, প্রকৃতিগতভাবে ভালবাসেন। কিন্তু তিনি মানুষকে যে ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন তার ফলে সে যে কর্ম-সাধনা করে তাতে রয়েছে আল্লাহর রাজি-নারাজী, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যা করতে অনুমতি দিয়েছেন বা যা করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন, সে মতে কর্ম সম্পাদন করলে আল্লাহ হন খুশী ও সন্তুষ্ট। আর যা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন বা অনুমতি প্রদান করেননি, তা করলে আল্লাহ হন বেজার ও অসন্তুষ্ট।

সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও মানুষ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসা বা ঘৃণা, সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। কাজেই আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া বা বিরাগভাজন হওয়া নির্ভর করে মানুষের আমলের উপর।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ভালবাসা অর্জন মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ আল্লাহ চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যাকে ভালবাসেন, তার নেই কোন ভয়, কোন দুশ্চিন্তা। তার জীবন ধন্য ও কামিয়াব। আর যে আল্লাহর ভালবাসা পেল না, পেল ঘৃণা বা অসন্তুষ্টি, তার জীবন হল ধ্বংস ও বরবাদ।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে পাকে কিছু লোকের জন্য বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ, আবার কারো ব্যাপারে বলেছেন, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন না اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাদেরকে ভালবাসেন না, তাদেরকে ঘৃণা করেন, তাদের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট। সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ. আল্লাহ তাদের

প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, অথবা বলেছেন يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ. আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন এবং তারা ভালবাসেন আল্লাহকে।

আল্লাহ কাদেরকে ভালবাসেন, আর কাদেরকে ভালবাসেন না- সে কথা তিনি আল-কোরআনে বলে দিয়েছেন।

আল্লাহ কাদেরকে ভালবাসেন আর কাদেরকে ভালবাসেন না ঃ

দুনিয়ার মানুষ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

(১) আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুসলমান;

(২) আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী বেঈমান কাফির।

দুনিয়ায় এদের কর্মপ্রণালী, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। এক দলের কাজের ব্যাপারে আল্লাহ হন খুশী ও রাজী, অন্যদলের কাজের জন্য তিনি হন বেজার ও অসন্তুষ্ট। একদলের কাজকে আল্লাহ পছন্দ করেন, ভালবাসেন, অপরদলের কাজকে করেন অপছন্দ। এমনিভাবে কাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন এবং কাদেরকে করেন অপছন্দ তার বর্ণনা এসেছে কোরআনে পাকে। কোরআনে পাকের সে আয়াতগুলো আমরা উল্লেখ করে দেখছি।

আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে ভালবাসেন, পছন্দ করেন, তার বর্ণনা যেমন রয়েছে আল-কোরআনে, তেমনি আল-কোরআনে যাদেরকে তিনি অপছন্দ করেন তার বর্ণনাও রয়েছে। পছন্দ-অপছন্দ, ভালবাসা ও বিরাগভাজন হওয়া নির্ভর করে মানুষের আমলের উপর। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন ইবাদতের দায়িত্ব দিয়ে, খেলাফত পরিচালনার উদ্দেশ্যে। মানুষ যদি তার সকল কাজে-কর্মে আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী করে দুনিয়াতে তাঁর খেলাফত কায়েমে তৎপর হয়, তাহলে আল্লাহ সেই সব মানুষের প্রতি খুশী ও রাজী হন এবং তাদেরকে পছন্দ করেন ও ভালবাসেন। পক্ষান্তরে- যেসব মানুষ আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানের দাসত্ব করে ও শয়তানের বাতলানো রাজত্ব কায়েমে তৎপর হয়, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন এবং তাদের প্রতি হন বিরাগভাজন। শয়তান দুনিয়ার বুকে মানুষের মধ্যে গর্ব ও আত্মঅহংকার সৃষ্টি, কৃপণতা, খেয়ানত ও সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি, অন্যায়, অবিচার ও যাবতীয় অশ্লীল ও খারাপ কাজ চালু করতে চায়।

আল্লাহ তায়ালা এসব অপছন্দ করেন। যারা এসব কাজে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তাদের প্রতি হন অসন্তুষ্ট। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ সবের উল্লেখ রয়েছে। সে সব আয়াতগুলো আমরা নিম্নে পেশ করছি।

কাদেরকে আল্লাহ অপছন্দ করেন ঃ

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ص وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ق اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَاتَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْفَرِيْحِيْنَ ـ وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَاتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَاتَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ. اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

"নিশ্চয়ই কারুণ ছিল মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের লোক, সে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং আমরা তাকে এত অধিক পরিমাণ ধন ভাণ্ডার দান করেছিলাম যে তার চাবিসমূহের গুরুভার বোঝা বহন করত কয়েকজন শক্তিশালী লোক, যখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল উল্লসিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্পদের অধিক্যে উল্লসিত লোকদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যা প্রদান করেছেন তা থেকে আখেরাতের বাড়ী সন্ধান করো। আর দুনিয়াতে নিজ অংশ নিয়ে নিতে ভুল করো না এবং তুমি অন্যের প্রতি সদয় হও যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হয়েছেন এবং দুনিয়াতে ফাসাদের কামনা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা কাছাছ ঃ ৭৬-৭৭)

كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ لا وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ط وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

"যখনই তারা (ইহুদিগণ) (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে চায়, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন এবং তারা পৃথিবীতে ফাসাদের বিস্তার ঘটায় আর আল্লাহ ফাসাদ বিস্তারকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা মায়েদা ঃ ৬৪)

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা, দুনিয়াতে ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি ও বিস্তারকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তেমনিভাবে আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক, খেয়ানতকারী ও পাপীদেরকেও পছন্দ করেন না। সূরা নিসার ১০৭ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَاتُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ـ

"আর আপনি তাদের পক্ষ থেকে জবাবদিহীমূলক কোন কথা বলবেন না, যারা নিজেদেরই খেয়ানত করেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা অতি বড় খেয়ানতকারী, বিশ্বাসঘাতক ও মহাপাপী।" (সূরা নিসা ঃ ১০৭)

এরা হয় আত্মঅহংকারী এবং আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না। সূরা নহলের ২২ ও ২৩ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ـ لَاجَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَايُسِرُّوْنَ وَمَايُعْلِنُوْنَ، اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ.

"অতএব এরা আখেরাতে বিশ্বাস করে না এবং তাদের অন্তরসমূহ হয় অমান্যকারী এবং তারা হয় অহংকারী। কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ তায়ালা জানেন যা তারা গোপন রেখেছে এবং যা তারা প্রকাশ করেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না।"

আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসার ৩৬ ও ৩৭ আয়াতে বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا ـ اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না যে আত্মঅহংকারী ও নিজেকে বড় মনে করে গর্বে বিভ্রান্ত এবং যারা কৃপণতা করে ও লোকদেকে কৃপণতার নির্দেশ দান করে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ প্রদান

করেছেন তা গোপন করে, আল্লাহ সেই সব কাফেরদের জন্য নিকৃষ্টতম আযাব তৈরী করে রেখেছেন।" (সূরা নিসা - ৩৬-৩৭)

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ ط وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ. الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ـ

"যা তোমাদের হাতছাড়া হয়েছে সেজন্য দুঃখিত হয়ো না এবং যা তোমাদেরকে দান করা হয়েছে সে জন্য হয়ো না উল্লসিত। আর আল্লাহ অহংকারী গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না। যারা কৃপণতা করে এবং লোকদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দান করে। যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসিত " (সূরা হাদীদ ২৩-২৪)

যালেমদেরকেও আল্লাহ পছন্দ করেন না। আল্লাহ তায়ালা সূরা শূরার ৪০ নম্বর আয়াতে বলেন ঃ

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ـ

"মন্দের প্রতিশোধ সমপরিমাণ মন্দ, তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও সংশোধন করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট, নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেমদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা শূরা - ৪০)

আল্লাহ তায়ালা কোন প্রকার সীমালংঘনকে পছন্দ করেন না। এমনকি কোন ঈমানদার বান্দা পবিত্র হালাল জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করলে তাও সীমালংঘনরূপে গণ্য হবে। সূরা মায়েদার ৮৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ

"হে ঈমানদাগণ তোমাদের জন্য যে সব পবিত্র জিনিসকে হালাল করা হয়েছে তাকে হারাম করো না, তোমরা কোন প্রকার সীমালংঘন করো না, আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করে না।" (সূরা মায়েদা -৮৭)

উপরের আলোচনায় দেখা গেলো আল্লাহ তায়ালা সম্পদের আধিক্যে

উল্লসিত ব্যক্তি, ফাসাদ-বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, গর্বিত, আত্ম অহংকারী, খেয়ানতকারী, বিশ্বাসঘাতক, কৃপণতাকারী, যালেম ও সীমালংঘনকারী ব্যক্তিদেরকে মোটেও পছন্দ করেন না। তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে লানত ও ক্রোধ বর্ষিত হয় এবং তাদেরকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন কাদেরকে ঃ

আল্লাহ তায়ালা অপছন্দকারী লোকের মোকাবিলায় কতক লোককে ভালবেসে থাকেন। এদের বর্ণনা রয়েছে কোরআনে পাকের বিভিন্ন স্থানে। এগুলোকে একে একে আমরা নিম্নে পেশ করছি।

আল্লাহ তায়ালা শিরককারীর মোকাবিলায় মু'মিনদেরকে ভালবাসেন ঃ

মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন গোটা সৃষ্টিজগত, কিছু মানুষ তাতে অংশীদার স্থাপন করে এবং অংশীদারদেরকে ভালবাসে। পক্ষান্তরে মু'মিনদের সর্বাধিক ভালবাসা হয় আল্লাহর জন্য। ভালবাসা সব সময়ই পারস্পরিক। আল্লাহকে যারা ভালবাসেন, আল্লাহও স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে ভালবাসবেন। সে কথাই বলা হয়েছে সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতে-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ، وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ.

"মানুষের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ হিসাবে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় ভালবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের সর্বাধিক ভালবাসা আল্লাহর জন্য" (সূরা বাকারা - ১৬৫)

অর্থাৎ মুশরিকরা ভালবাসে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের উপাস্য দেবতাদেরকে, আর মু'মিনগণ ভালবাসেন আল্লাহকে এবং আল্লাহর প্রতি এ ভালবাসা সর্বাধিক ভালবাসা (اَشَدُّ حُبًّا)। তাই আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে, মানুষকে অবশ্যি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে তাকেই সর্বাধিক ভালবাসতে হবে।

আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন

পবিত্রতাকে হাদীসে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে। আর আল্লাহ বলেছেন তিনি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন। মদীনার এক এলাকাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে সূরা তাওবায় আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"সেখানে এমন সব লোক রয়েছে যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে, আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা তাওবা ঃ ১০৮)

এতে বুঝা যায় আল্লাহ তায়ালা সকল প্রকার পবিত্রতাকেই ভালবাসেন। এমনকি মনের পবিত্রতা তথা গোনাহ থেকে তাওবা করে নফসের পবিত্রতা অর্জন করাটাই আল্লাহ তায়ালা চান। সূরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যাবর্তনকারী (তওবাকারী)দেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে।" (সূরা বাকারা ঃ ২২২)

হায়েজগ্রস্ত স্ত্রীদের নিকট গমন করতে নিষেধ করে আল্লাহ তায়ালা একথা বলেছেন। অর্থাৎ অপবিত্রতামূলক কোন কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না, আর গিয়ে থাকলে তাওবা করে তা থেকে ফিরে আসতে হবে- এ আয়াত থেকে একথা জানা গেল।

তাওবাকারীদেরকেও আল্লাহ ভালবাসেন

গোনাহ থেকে বারে বারে তাওবা করা মু'মিনের পরিচয়। বান্দার তাওবা, মাগফেরাত কামনা ও কান্নাকাটি আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয় জিনিস। তাই আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন।

আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ -

"হ্যা, যারা ওয়াদা পূরণ করে ও (আল্লাহকে) ভয় করে আল্লাহ সেই সব মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৬)

فَاَتِمُّوْا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

"সুতরাং তাদের সাথে কৃত ওয়াদা সময়সীমা পর্যন্ত পূরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকী (পরহেজগার) দেরকে ভালবাসেন।" (সূরা তাওবা- ৪)

মুত্তাকী হলো তারা যারা সদাসর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলে, যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, আল্লাহর ফায়সালার বিপরীত কোন কাজ করেন না। আল্লাহ তায়ালা এমন সব মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।

আল্লাহ ভালবাসেন মোহসেনদেরকে

সমাজের বুকে যারা মোহসেন-সদাচারী ও সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ তায়ালা সূরা মায়েদায় ইহুদিদের হঠকারী কার্যাবলীর বর্ণনার পর বলেছেন ঃ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

"অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন ও সংশোধন করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসেন (সদাচারী)দেরকে ভালবাসেন।" (সূরা মায়েদা ঃ ১৩)

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ص وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ - وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ج وَاَحْسِنُوْا ج اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

"সম্মানিত মাসের বিনিময়ে সম্মানিত মাস এবং এ সম্মান পরিস্পরিক বিনিময় যোগ্য, অতএব যদি তোমাদের প্রতি সীমালংঘন করা হয়, তবে তোমরাও সীমালংঘন কর সে পরিমাণ, তোমাদের প্রতি যে পরিমাণ সীমালংঘন হয়েছে এবং জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। আল্লাহর পথে খরচ করো এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করো না। সৎ কাজ করে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৪, ১৯৫)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

"যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় আল্লাহর পথে খরচ করে, ক্রোধকে হজম করে এবং লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ সেই সব সদাচারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

ক্ষমা, সংশোধন, আল্লাহর পথে দান, ক্রোধকে হজম করা ইত্যাদি ভাল ও সৎ কাজ সম্পাদনকারীকে মুহসেন বলা হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা মুহসেনদেরকে ভালবাসেন।

আল্লাহ ভালবাসেন আল্লাহর উপর নির্ভরকারীদেরকে

যারা সকল কাজে-কর্মে, সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল ও ভরসাকারী, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। ওহোদ যুদ্ধের পর্যালোচনা করার পর আল্লাহ তায়ালা নবী (সাঃ)-এর রহম দিলের কথা উল্লেখ করে নবীকে বলেন ঃ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ـ

"অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের পরামর্শ নিন। অতঃপর যখন কোন কাজে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর ও ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ এরূপ নির্ভর ও ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

আল্লাহ অবশ্য একথাও বলেছেন যে মু'মিনের কাজই হলো আল্লাহর উপর ভরসা ও নির্ভর করা। সূরা তাগাবুনে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

"আল্লাহ তো তিনি, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর মু'মিনগণ আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করে।" (সূরা তাগাবুন ঃ ১৩)

এভাবে দেখা গেল, আল্লাহর উপর যারা নির্ভর, ভরসা তথা তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভালবাসেন।

আল্লাহ ভালবাসেন ধৈর্যশীলদেরকে

আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন যারা পবিত্রতা অর্জন করে আল্লাহর এবাদত বন্দেগী করে, মুত্তাকীর গুণাবলী অর্জন করে, আল্লাহর পরহেযগার বান্দা হিসাবে সদাচরণ, সৎকর্ম করে মুত্তাকী ও মুহসেন বান্দার প্রমাণ দেয়, আল্লাহর পথে জমায়াতবদ্ধভাবে লড়াই করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার শপথ নেয়, এ ব্যাপারে মু'মিনদের সাথে গড়ে তোলে গভীর সম্পর্ক, কাফেরদের সাথে আচরণে হয় বজ্র কঠিন, আর কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না।

এ পর্যায়ে ঐ সব আল্লাহর বান্দাকে বিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে নানা বিপদ আপদের সম্মুখীন হতে হয়। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিপদ মুসীবতের মোকাবেলা করতে হয়। এমতবস্থায় সর্বপ্রকার বিপদ মুসিবতে যারা ধৈর্যধারণ করতে পারে, ছবরের সাথে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে, যে কোন অবস্থায় সাহস ও হিম্মত নিয়ে এগিয়ে যায়, এমন সব ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। ওহোদ যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে তখনকার মু'মিনদের যে সাহসী ভূমিকা ছিল সে দিক লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়ালা সূরা আলে ইমরানে বলেন ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ لا مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ج فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ -

"আর কত না নবী যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করেছে বহু জ্ঞানী-গুণী সাধক পুরোহিত, সেক্ষেত্রে আল্লাহর পথে তাদের প্রতি যে বিপদ এসেছে তাতে তারা হতাশ হয়নি, দুর্বলতা দেখায়নি, আর মাথা নত করেনি, আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৬)

আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন ইনসাফকারীদেরকে

আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -

"যখন তুমি বিচার ফায়সালা কর, তখন ন্যায়ভাবে ইনসাফের সাথে বিচার ফায়সালা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা মায়েদা ঃ ৪২)

দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্য হলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, যারা ইনসাফ কায়েম করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন আল্লাহর পথে লড়াইকারীদের

সূরা ছফে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন তাদেরকে যারা আল্লাহর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে এমনভাবে যেন সীসাগলিত প্রাচীর।" (সূরা ছফ ঃ ৫)

দ্বীন কায়েমের জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে সীসাগলিত প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করা দরকার। যারা এমনিভাবে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। দ্বীনের পথে কাজ করতে গিয়ে যারা পিছিয়ে যায় তাদের প্রতি আল্লাহ হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ ز اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَايَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ط

"হে ঈমানদারগণ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দ্বীন থেকে সরে যায় (যাক না), শিগগিরই আল্লাহ তায়ালা এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন এবং তারাও ভালবাসে আল্লাহকে তারা মু'মিনদের প্রতি দয়াদ্র, মেহেরবান, কাফেরদের প্রতি কঠোর, তারা জেহাদ করে আল্লাহর পথে এবং তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না।"
(সূরা মায়েদা ঃ ৫৪)

অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা ঈমানদারদের প্রতি দয়াদ্র, কাফেরদের প্রতি কঠোর, আল্লাহর পথে জেহাদে রত এবং তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না।

আল্লাহ ভালবাসেন তাদেরকে যারা নবীর অনুসারী

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"তাদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

উপরের আয়াতের আলোকে বোঝা যায়, আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবীর অনুসরণ করতে হবে। এ জন্যেই বলা হয়েছে আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের। যারা তা করবে না, সেই সব কাফেরদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

قُلْ اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ -

"বলে দিন আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের যারা। এ থেকে ফিরে যায় আল্লাহ সেই সব কাফেরদেরকে মোটেও পছন্দ করেন না"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩২)

বস্তুত ঃ কুফুরী থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। এবং সে অবস্থায়ই আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া যাবে। আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে, হতে হবে ঈমানদার ও আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সর্বাধিক ভালবাসা পোষণকারী; পবিত্রতা অর্জনকারী, মুত্তাকী (খোদা ভীরু ও পরহেযগার), মুহসেন (সদাচারী, সৎকর্মশীল), মুকসেত (ন্যায় ও ইনসাফকারী), আল্লাহর পথে লড়াইকারী, মু'মিনদের প্রতি দয়াদ্র, কাফেরদের প্রতি কঠোর, আল্লাহর পথে জেহাদে লিপ্ত, তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভ্রুক্ষেপহীন এবং বিশেষ করে নবীর অনুসরণকারী এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্যশীল। মু'মিনদের পিতা-মাতা, ভাই-বেরাদর, আত্মীয়-স্বজন যদি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর পথে জেহাদের চেয়ে বেশী প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহ তাঁর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার

ধমক দিয়েছেন মু'মিনদেরকে এবং তাদেরকে ফাসেক বলে উল্লেখ করেছেন। তাই আল্লাহর ভালবাসা লাভের প্রত্যাশীদেরকে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদে সর্বাধিক ভালবাসার প্রমাণ পেশ করতে হবে।

আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ـ

"(মু'মিনদেরকে) বলে দিন, তোমাদের পিতামাতা, সন্তানাদি, ভাই বেরাদর, স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজন, আর সেই সব ধন সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, সেইসব ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দার আশংকা কর আর সেইসব বাড়ীঘর যা তোমাদের পছন্দীয় (এসব) যদি তোমাদের নিকট বেশী প্রিয় হয় আল্লাহ, আল্লাহ রাসূল ও আল্লাহর পথে জেহাদ থেকে, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।" (সূরা তাওবা ঃ ২৪)

তাই আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে সকল কিছুর উপর আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর পথে জেহাদের ভালবাসা থাকতে হবে। এমন এক জীবন গড়তে হবে, যে জীবনে থাকবে পবিত্রতা অর্জন, তাকওয়া, আল্লাহ ভীতি ও পরহেযগারী, সদাচার ও সৎকর্ম, ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠা কায়েম, সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে লড়াই, ঈমানদারদের প্রতি দয়াদ্রতা ও কাফেরদের প্রতি কঠোরতা, তিরস্কারকারীর প্রতি ভয়হীনতা-সর্বোপরি নবীর অনুসরণ। এ ধরনের জীবনেই আসে উত্তম আমল। কারণ মানব জীবন হলো উত্তম আমলের পরীক্ষা। সূরা মুলকে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ـ

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন মওত ও জীবনকে, এজন্যে যে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান, তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমল করে। আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও মহাক্ষমাশীল।" (সূরা মূলক ঃ ২)

আল্লাহ তায়ালা আরো ঘোষণা করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً.

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মেহমানদারী স্বরূপ জান্নাতুল ফেরদাউস।" (সূরা ঃ কাহাফঃ ১০৭)

এ ধরনের নেক ঈমানদার বান্দাদের জন্যই ঘোষণা এসেছে ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

"তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর প্রতি।" (সূরা বাইয়্যেনা ঃ ৮)

আল্লাহ আমাদেরকে এ ধরনের নেক বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করুন- এ দোয়াই আমাদের করে যেতে হবে।

কাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন ঃ এ পর্যায়ের কোরআন ভিত্তিক আলোচনায় দেখা গেলো আল্লাহ ভালবাসেন মু'মিনদেরকে, পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে, তাওবাকারীদেরকে, মুত্তাকীদেরকে, মুহসেনদেরকে, আল্লাহর উপর নির্ভরকারী ও ছবরকারীদেরকে। আরো আল্লাহ ভালবাসেন মুকসেত বা ন্যায় ও ইনসাফকারীদেরকে, সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে লড়াইকারী ও জেহাদকারীদেরকে, যারা অন্য মোমেনদের প্রতি দয়াদ্র ও কাফেরদের প্রতি বজ্র-কঠোর, যারা তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় কর না, আর যারা নবীর যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ অনুসারী, সকল কিছুর উপর তাদের ভালবাসা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর পথে জেহাদের প্রতি।

যে কোন যুগের মুসলমানদের আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করতে হলে উপরে বর্ণিত সবগুলো কাজই করতে হবে। সাহাবারে কেরাম উপরোক্ত সকল কাজই আঞ্জাম দিয়ে গেছেন এবং তাঁরা আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। আজকের দিনেও আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের সেই একই

পথ। কেবলমাত্র নামায রোযা আদায় আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের পথ নয়।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনে পাকের কোথাও উল্লেখ করেননি যে, তিনি মুসলমানদেরকে ভালবাসেন বরং বলেছেন, তিনি পবিত্রতা অর্জনকারী, মুত্তাকী, মুহসেন, মুকসেত, আল্লাহর পথে লড়াইকারী মুজাহিদ ও নবীকে অনুসরণকারীদেরকে ভালবাসেন। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, মুসলমানগণ যদি উপরে বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করতে পারে, তাহলেই তারা আল্লাহর ভালবাসা পাবে এবং আল্লাহর প্রিয় পাত্র হতে পারবে।

এটাও লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তায়ালা কোথাও হে মুসলিমগণ বলে সম্বোধন করেননি বরং বলেছেন- 'হে ঐ সব ব্যক্তি যারা ঈমান এনেছো' يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا- এ দ্বারা বুঝা যায় কেবল-মাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং তাকে হতে হবে যথার্থ মু'মিন ও মুত্তাকী।

প্রসংগত এটাও খেয়াল রাখা দরকার যে নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত আদায় মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কিন্তু এতটুকুতেই আল্লাহর ভালবাসা লাভ ও সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। বরং মুসলমানকে পবিত্রতা অর্জনকারী, মুত্তাকী ও মুহসেন হওয়ার সাথে সাথে মুকসেত (ইনসাফ কায়েমকারী), আল্লাহর পথে সংঘবদ্ধভাবে লড়াইকারী মুজাহিদ ও নবীর যথার্থ অনুসরণকারী হতে হবে যাতে দ্বীনকে বিজয়ী শক্তিরূপে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। বর্তমান সময়ে দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান, মুসলিম হিসাবে এসব গুণাবলী অর্জনের ধার ধারে না। যারাও বা নামায রোযা আদায় করে তারাও দুনিয়ার বুকে ইনসাফ কায়েমে আল্লাহর পথে লড়াই করতে সংঘবদ্ধ হয় না, জেহাদ করে না, ফলে নবীর যথার্থ অনুসারী হয় না। তাই তাদের পক্ষে আল্লাহর ভালবাসা লাভ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা কতটুকু সম্ভব, তা মুসলিম সমাজকে অবশ্যি চিন্তা করে দেখতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল, যারা আত্মঅহংকারের কারণে আল্লাহকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে, ধন সম্পদ পেয়ে উল্লসিত হয়ে গর্ব অহংকারে নিমজ্জিত হয় এবং কৃপণতা করে ও দুনিয়াতে ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং সীমালংঘন করে যার ফলে দুনিয়া যুলুম নির্যাতন ও অনাচারে ভরে যায়, হিংসা বিদ্বেষ-ছড়িয়ে পরে, খেয়ানত ও বিশ্বাস ঘাতকতায় সমাজ হয় কলুষিত, আল্লাহ এসব লোককে পছন্দ করেন না,

ভালবাসেন না বরং তাদের প্রতি হন বিরাগভাজন, অসন্তুষ্ট ও লানতকারী।

যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে শেরকে লিপ্ত হয় কিন্তু দুনিয়ার বুকে অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার করে বেড়ায় না, তাদেরও আখেরাতে শাস্তি ভোগ করতে হবে। মোটকথা, যারা পূর্বে বর্ণিত অপরাধ অনাচারে লিপ্ত হবে তাদেরকে প্রদান করা হবে কঠোর শাস্তি।

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করেও আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়, আল্লাহর আইন ও বিধানের কোন তোয়াক্কা বা পরোয়া করে না, তাদেরকেও আল্লাহ সীমালংঘনকারী বলে উল্লেখ করেছেন, তারা আখেরাতে শাস্তির যোগ্য হবে। তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফ করে বেহেশতে স্থান দিতে পারেন। আল্লাহর আইন ও বিধানের খেলাফ আইন ও বিধান পরিচালনাকারী শাসক ও শাসিতের প্রতি আল্লাহ ভালবাসা পোষণ করবেন এরূপ কথা কোরআনের কোথাও নেই। এ ছাড়া যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহ নির্ধারিত এবাদত বন্দেগী তথা নামায, রোযাও যথারীতি আদায় করে কিন্তু সমাজে ইনসাফ কায়েমের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে লড়াই বা জেহাদে শরীক হয়ে দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে সমাজ থেকে আল্লাহ বিরোধী আইন ও বিধানকে উৎখাত করতে সংগ্রামে শামিল হয় না, তারা যদিও বাহ্যত আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয় না কিন্তু নির্দ্বিধায় আল্লাহ বিরোধী আইন ও বিধান মেনে নেয়ায়, কার্যত তারা আমলী শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আখেরাতে তাদের পরিণতি কি হবে আল্লাহই জানেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন, যথারীতি তওবা ও ইস্তেগফার করলে আল্লাহর যা মর্জি হয় তাই হবে। তবে কোরআনের কোথাও তারা আল্লাহর ভালবাসা পাবেন, প্রিয় পাত্র হবেন, এমন কথা উল্লেখ করা হয়নি।

আল্লাহর ভালবাসা লাভ ও সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য, আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য যা বলা হয়েছে তা হলো-যারা আল্লাহর এবাদত বন্দেগীর জন্য পবিত্রতা অর্জন করবে, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল-নির্ভরতা পোষণ করে ধৈর্য অবলম্বন করবে, দুনিয়ার বুকে ইনসাফ কায়েমের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে দ্বীন কায়েমের জন্য হকের পক্ষে লড়াই করবে, জান-মাল দিয়ে জেহাদে আত্মনিয়োগ করবে এবং এভাবে আল্লাহর আইন ও বিধান

কায়েমের প্রচেষ্টা চালাবে যাতে যথার্থভাবে এবং পুরোপুরি নবীর অনুসরণ করা যায়। সর্বোপরি দুনিয়ার সব কিছুর উপর আল্লাহর ভালবাসার অগ্রাধিকার দেবে তারাই আল্লাহর ভালবাসা লাভ করবে।

এভাবে দেখা গেলো আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া, না পাওয়ার দিক থেকে মানুষ ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল।

১। যারা আত্মঅহংকারী, অবিশ্বাসী, সীমালংঘনকারী দুনিয়ায় ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, অনাচারী ও পাপিষ্ঠ তারা আল্লাহর বিরাগভাজন হবে, অর্জন করবে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও লানৎ। কঠোর শাস্তি ভোগ করবে তারা আখিরাতে।

২। যারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী, শিরকে লিপ্ত, তারা অনাচারী না হলে ও আখিরাতে শাস্তি ভোগ করবে।

৩। আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণকারী কিন্তু আল্লাহর আইন ও বিধানের সীমালংঘনকারী। এরা বাহ্যত শিরকে লিপ্ত নয় কিন্তু কার্যত শিরকে লিপ্ত। এদের ফায়সালা আল্লাহর জিম্মায়, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন। আবার মাফও করে দিতে পারেন।

৪। আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণকারী ও আল্লাহর নির্ধারিত এবাদতকারী কিন্তু নির্দ্বিধায় আল্লাহ বিরোধী আইন ও শাসনকে মান্যকারী। এদের ফয়সালাও আল্লাহর হাতে। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে জান্নাতে স্থান দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।

৫। আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণকারী, আল্লাহকে না দেখে তাকে মান্যকারী, মুত্তাকী ও মুহসেন, আল্লাহর বিধান কায়েমে সংঘবদ্ধভাবে লড়াইকারী, জান-মাল দিয়ে জেহাদে লিপ্ত, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ছবরকারী, নবীর পূর্ণ অনুসারী, এরা সব কিছুর উপর আল্লাহর ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়। আল্লাহ এদেরকে ভালবাসেন, এদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট, এরাই আল্লাহর প্রিয় পাত্র। এদের জন্য বেহেশতের সুসংবাদ।

আসলে আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া অনেক বড় কথা। আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তার আর কিসের ভয় বা দুশ্চিন্তা। কারণ আল্লাহ সর্বশক্তিমান, চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক, বিচার দিনের একচ্ছত্র অধিপতি। বিচার দিনে যে বা যারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবে, ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে, সে

আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ লাভ করবে। তাই কিভাবে আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া যাবে, তা যথার্থভাবে বুঝে নিয়ে সেভাবে কাজ করতে হবে।

আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করা যাবে কিভাবে?

আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করতে হবে। কোরআনে বহু জায়গায় বলা হয়েছে اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ যারা আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে। না দেখেই আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করতে হবে এবং সদাসর্বদা আল্লাহ বিধানের স্মরণ করে চলতে হবে। তেমনিভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে একদিন এ দুনিয়ার ইতি হবে এবং মানুষের সকল কাজের বিচার ফায়সালা হবে। আল্লাহই সে বিচার দিনের হবেন চূড়ান্ত মালিক ও একচ্ছত্র অধিপতি। আর মু'মিনদের সর্বাধিক ভালবাসা হবে আল্লাহর জন্য اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর তাকে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। শরীরকে পাক ও পবিত্র রাখার জন্য পায়খানা, প্রস্রাবের পর, হায়েজ নেফাসের পর এবং সহবাসের পর বা যে কোন অপরিছন্নতা বা অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। বিশেষ করে আল্লাহ নির্ধারিত ইবাদত তথা নামায-রোযার জন্য পবিত্রতা অর্জন অর্থাৎ অজু-গোছল বা তায়াম্মুম করে পাক ও পবিত্র হতে হবে। মনে রাখতে হবে আল্লাহ পবিত্রতা পছন্দ করেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ। তাই সকল প্রকার পবিত্রতা যথা শরীরের পবিত্রতা, কাপড় চোপড়ের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, বাড়ী ঘরের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, মনের পবিত্রতা অর্জন, আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য জরুরী।

তৃতীয়ত ঃ আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য মুসলিম ও মু'মিনদেরকে কয়েকটি গুণ অর্জন করতে হবে। তাদেরকে হতে হবে মুত্তাকী, মুহসেন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী ও ছবরকারী।

ক. মুত্তাকীর গুণাবলী সম্পর্কে কোরআনের সূরা বাকারায় ২-৪, ১৭৭ ও সূরা আলে ইমরানের ১৩৩-১৩৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যে সব গুণের উল্লেখ করেছেন, তার সার সংক্ষেপ হলো ঃ

১। যারা অদৃশ্য তথা আল্লাহ, ফেরেস্তা ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করে;

২। যারা আল্লাহ প্রেরিত নবী রাসূল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তা মেনে চলে,

৩। যারা যথারীতি সালাত কায়েম করে;

৪। যারা যথারীতি যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায় নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসের (বন্দী) মুক্তির জন্য খরচ করে;

৫। যারা তাদের ওয়াদাসমূহ পূরণ করে;

৬। যারা তাদের ক্রোধকে হজম করে;

৭। যারা লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়;

৮। যারা বিপদাপদ, অর্থনৈতিক সংকট-অনটন এবং হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব সংগ্রামে পরম ধৈর্য ধারণ করে;

৯। যারা নিজেদের কৃত নির্লজ্জ কাজ ও যুল্‌মের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় ও তাওবা ইস্তেগফার করে।

এসব গুণাবলীসম্পন্ন মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ -

খ. মুহসেন-আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য আরেকটি গুণ হলো মুহসেন হওয়া। মুহসেন ঐ ব্যক্তি সে যথারীতি নেক ও সৎকাজ করে থাকে। এসব কাজের বর্ণনা রয়েছে সূরা বনী ইসরাইলের ২২-৩৮ আয়াত, সূরা মু'মিনুন এর ১-৯ আয়াত, সূরা লোকমানের ১২-১৯ আয়াত ও সূরা ফুরকানের ৬৩-৭৪ আয়াতসমূহে। এসব আয়াতে যা বলা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হলো ঃ

১। তারা কেবল-মাত্র আল্লাহরই এবাদত বন্দেগী করে ও তাঁরই শোকর গোজারী করে;

২। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না;

৩। পিতা মাতার সাথে সর্বদা সদাচরণ ও ভাল ব্যবহার করে। কোন রূপ কষ্ট দেয় না;

৪। নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও অসহায় মুসাফিরদের জন্য যথাসাধ্য খরচ করে;

৫। খরচের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে, অপব্যয়-অপচয় বা বেহুদা খরচ করে না;

৬। কৃপণতা করে না, আবার সবকিছু বিলিয়েও দেয় না, অপারগ হলে বিনয়সূচক কথা বলে;

৭। দারিদ্র্যের ভয়ে নিজেদের সন্তান হত্যা করে না;

৮। অকারণে কোন প্রাণী হত্যা করে না;

৯। লজ্জাস্থানের যথার্থ হেফাজত করে, বৈধ ব্যবস্থা ভিন্ন যিনা-ব্যভিচারের নিকটেও যায় না;

১০। নামায কায়েম করে, নামাজকে যথারীতি হেফাজত করে এবং খুশু খুজুর সাথে নামায আদায় করে;

১১। যাকাত যথারীতি আদায় করে;

১২. বেহুদা কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে;

১৩. যমীনে অহংকারী ও দাম্ভিকভাবে চলাফেরা না করে বিনয়-নম্রতার সাথে চলাফেরা করে;

১৪. সৎ কাজের আদেশ দেয়;

১৫. অসৎ ও খারাপ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে না, ইয়াতীমের মালের হেফাযত করে;

১৬. ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি, আমানত ও চুক্তি রক্ষা করে;

১৭. মাপে ও ওজনে বেশ-কম করে না;

১৮. রবের দরবারে সেজদায় রাত কাটিয়ে দেয় ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে পানাহ চায়;

১৯. যে কোন বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে;

২০. সদাসর্বদা নেক আমল, তাওবা ও ইস্তেগফার করে।

এসব কাজ সম্পাদনকারী মুহসেন-সদাচরণকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন -

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

গ. এমনিভাবে যে ব্যক্তি যে কোন অবস্থায় ভাল অথবা মন্দ, সুখ বা দুঃখ, কল্যাণকর বা অকল্যাণকর সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা

নির্ভর ও ভরসা রাখতে পারে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন-

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ -

ঘ. অনুরূপভাবে যারা যে কোন বিপদ মুসিবতে, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব সংগ্রামে সবর এখতিয়ার করে ধৈর্যশীল থাকে, সেইসব ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন-

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ -

আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে মোমেনকে অবশ্যি উপযুক্ত চারটি গুণ অর্জন করতে হবে।

চতুর্থতঃ তাকে হতে হবে মুকসেতীন-ইনসাফ কায়েমকারী কেননা আল্লাহ ইনসাফ কায়েমকারীদেরকে ভালবাসেন اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -। নিজে যেমন আদল-ইনসাফ করবে, তেমনি সমাজে ইনসাফ কায়েমের ব্যবস্থা করবে, আর সে জন্য সমাজে দ্বীন কায়েম করা জরুরী। দ্বীন কায়েম অর্থ আল্লাহর আইন ও বিধান অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা। সমাজের সর্বস্তরে আল্লাহর আইন ও বিধান কায়েম হওয়া ব্যতীত সমাজে আদল ও ইনসাফ কায়েম হতে পারে না। আল্লাহর আইন ও বিধান কায়েমের জন্য আরো প্রয়োজন সৎ লোকের শাসন ও সমাজে আল্লাহর আইন ও বিধানের বাস্তবায়ন। দ্বীনের বাস্তবায়ন একা একা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও বাতিলের সাথে সংঘর্ষ। কারণ সমাজে হক প্রতিষ্ঠিত না থাকলে বাতিল প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এজন্যই যুগে যুগে নবী রাসূলগণ ইসলামী সমাজ কায়েম করতে গেলে বাতেলের সাথে মোকাবিলা ও সংঘর্ষ হয়েছে। কাজেই সমাজে ইনসাফ কায়েম করতে গেলে হকের পক্ষের লোকদের ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হতে হবে। আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে ইনসাফ কায়েমের জন্য সংঘবদ্ধ হতে হবে।

পঞ্চমতঃ আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে লড়াই করতে হবে।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর রাস্তায় লড়াই করে

এমন সারিবদ্ধভাবে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।" (সূরা তাওবা -৪)

দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে সমাজে ইনসাফ কায়েম তথা আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাতিলের মোকাবিলায় হকের পক্ষের লোকদের আল্লাহর পথে এ লড়াইয়ে শামিল হওয়া প্রয়োজন। মোটকথা, হক পন্থীদেরকে সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে শামিল হতে হবে।

আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য দুনিয়ার বুকে ইনসাফ কায়েমের লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে লড়াই তথা জান-মাল দিয়ে জেহাদ করে যেতে হবে।

আর এভাবেই আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে পূর্ণাঙ্গভাবে নবীর অনুসরণ করা কোরআনের দাবী।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ ـ

"বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তাহলে আমার (রাসূল) অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।"

নবী করীম (সাঃ) যেমন দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, তেমনি দাওয়াত কবুলকারীদেরকে সংঘবদ্ধ ও তৈরি করেছেন, তাদেরকে করেছেন পাক ও পবিত্র, চরিত্রবান। তাদেরকে নিয়ে নামায -রোযা করেছেন, যাকাত আদায় ও হজ্ব করেছেন, তেমনি তাদেরকে নিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, গ্রুপে গ্রুপে দাওয়াতি ও জিহাদী বাহিনী পাঠিয়েছেন দিকে দিকে, রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাজ-কর্ম পরিচালনা করেছেন, বিচার-ফায়সালা করেছেন ও শরীয়তের বিধি-বিধান চালু করেছেন। রাসূলের যিন্দিগীর যাবতীয় কার্যক্রম মিলেই দ্বীন-ইসলাম। আর রাসূলের গোটা যিন্দেগীর কার্যক্রম ও আল-কোরআনকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসূলকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন।

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও দ্বীনে হকসহ এজন্য প্রেরণ করেছেন, যেন তাকে অন্যান্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন।"

তাই দ্বীনকে বিজয়ী করাই নবীর প্রকৃত অনুসরণ। এরজন্য জেহাদ করে যেতে হবে। শুধু নামায-রোযা করে যাওয়া নবীর প্রকৃত অনুসরণ নয়। এখানে সূরা মায়েদার সে আয়াতটিও স্মরণযোগ্য, যেখানে আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবদের লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

يَاَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوْا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ -

"হে আহলে কেতাব তোমরা কোন ভিত্তির উপর নও (তোমাদের কোন কিছু গ্রহণযোগ্য নয়) যতক্ষণ তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং এই তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযেল হচ্ছে তা বাস্তবায়িত না কর।"

বর্তমানে তো মুসলমানরাই আহলে কেতাব, কোরআনের ধারক ও বাহক। তাই মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ যেন বলছেন, হে মুসলমানগণ, তোমরা কোন ভিত্তির উপর নও, তোমাদের কোন কিছুই (নামায-রোযাসহ নেক কাজ) গ্রহণ যোগ্য নয় যতক্ষণ না তোমরা কোরআনকে সমাজের বুকে বাস্তবায়িত কর। সমাজে ইনসাফ কায়েমসহ শরীয়তের বাস্তবায়ন না হলে দ্বীনের বাস্তবায়ন হয় না।

সূরা মায়েদার ৫৪ নম্বর আয়াতে দ্বীন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যারা দ্বীনের ধারক বাহক তারা যদি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বাস্তবায়নের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা শিগগীরই এমন আরেকটি দল সেক্ষেত্রে নিয়ে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন, তারাও আল্লাহকে ভালবাসে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ -

উপরুক্ত আয়াতের অর্থ দাড়ায় এই যে, যারা দ্বীনী কাজের বাহক হিসাবে পরিচিত তারা যদি আংশিক বা পূর্ণভাবে দ্বীন থেকে সরে দাড়ায় তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের বদলে আরেকদল মানুষকে দ্বীনের পথে এগিয়ে নিয়ে আসেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। ওলামায়ে কেরামসহ

যারা আমাদের সমাজে এতকাল যাবৎ দ্বীনের বাহক হিসাবে গণ্য ছিলেন, তারা যদি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকে বাদ দিয়ে আংশিক ইসলাম তথা নামায-রোযা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আল্লাহ আরেকটি দলকে নিয়ে আসার ধমক দিয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন। বিষয়টি সমাজের লোকদের চিন্তা করে দেখতে হবে।

আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য তাহলে এমন একটি দলের আবির্ভাব প্রয়োজন যারা পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে তৎপর হবে এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণ করবে। প্রকৃতপক্ষে ভালবাসা বিষয়টিই পারস্পরিক। আল্লাহ যাদেরকে ভালবাসেন, তারাও আল্লাহকে ভালবাসেন।

সর্বোপরি আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য দুনিয়ার সকল প্রকার আত্মীয়তা ও সহায়-সম্পদের মোকাবিলায় আল্লাহর ভালবাসা হতে হবে সর্বাধিক। অন্যথায় আল্লাহ মানুষকে ফাসেকদের মধ্যে শামিল করে দেয়ার ধমক দিয়েছেন। (সূরা তাওবা ঃ ২৪)

এখানে মুমিনদের পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদর, স্বামী-স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজন এবং ধনসম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাড়ীঘর যদি মানুষের নিকট আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও জেহাদের চেয়ে অধিক প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র হয় তবে আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে, আর শেষে বলা হয়েছে আল্লাহ ফাসেকদেরকে হেদায়াত প্রদান করেন না। অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাঃ) ও জেহাদকে অধিক ভালবাসতে এবং অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে পারেন না, তারা ফাসেকদের দলভুক্ত। আর যারা দুনিয়ার এ আট প্রকার প্রিয় বিষয়ের মোকাবিলায় আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সাঃ) ও জেহাদকে অধিক ভালবাসেন ও অগ্রাধিকার দেন বা দিতে পারেন, তারাই আল্লাহর প্রিয়পাত্র, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

তাহলে সংক্ষেপে বলতে গেলে, আল্লাহর ভালবাসা পাবেন তারা ঃ

১। যারা আল্লাহর প্রতি যথারীতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করে চলে ও সদাসর্বদা তাকে স্মরণ রাখে এবং আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয় পোষণ করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করে;

২। যারা সাধারণভাবে ইবাদতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করে এবং সদাসর্বদা গোটা পরিবেশকে পবিত্র ও পরিছন্ন রাখে;

৩। যারা মুত্তাকী, মুহসেন (সদাচারী), তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ ও ছবরকারী গুণাবলী অর্জন করে;

৪। যারা ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে মুকসেতীন বা আদল-ইনসাফকারী হিসাবে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে;

৫। যারা সীসাগলিত প্রাচীরের ন্যায় সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে লড়াই করে ও জেহাদে শরীক হয়;

৬। যারা নবীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করার জন্য দ্বীন কায়েমে সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালায়, পূর্ণাঙ্গ দ্বীন কায়েমে তৎপর হয়.;

৭। যারা দুনিয়ার সকল কিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ, রাসূল ও জেহাদকে অগ্রাধিকার দান করে।

আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য উপর্যক্ত সাত দফা কর্মসূচী পালন করতে হবে। নামায-রোযাসহ সকল প্রকার সৎকাজ ও সদাচরণ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেবল-মাত্র নামায-রোযা আদায় করে, বাতিল শক্তির আইন ও বিধানের শাসনে শাসিত থেকে, আল্লাহর ভালবাসা লাভের কোন সনদপত্র আল্লাহর কোরআন দেয় না। তাই আল্লাহর ভালাবাসা পেতে হলে কোরআন ভিত্তিক সমাজ গঠনে তৎপর হয়ে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

কোরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন কাদেরকে তিনি ভালবাসেন। কোরআনে অবশ্য অনেকের মর্যাদার কথা, যেমন আলেমের মর্যাদা, মুজাহিদের মর্যাদা, শহীদের মর্যাদা, নামাযের গুরুত্ব, দান-খয়রাতের গুরুত্ব, হজ্জের গুরুত্ব, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার, আত্মীয় স্বজনের অধিকার আদায় ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কাদেরকে ভালবাসেন সে ব্যাপারে উপরে বর্ণিত ৭ ধরনের লোকের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আলেম-ওলামা, পীর-বুযুর্গ, ও জ্ঞানী-মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তি, উচ্চ শিক্ষিত, ডক্টরেটধারী, নামাযী, দানশীল ব্যক্তি, আবেদ, মুফাচ্ছের, সুবক্তা ওয়ায়েজ, মুহাদ্দেছ, ফকীহ, আল্লামা, নেতা-রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রী-মিনিষ্টার, ফকীর-দরবেশ এদের কাউকে ভালবাসেন, এমন কথা কোরআনে বলেননি, তাই আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য যে কোন সাধারণ মানুষও যদি উপরোল্লিখিত গুণাবলী অর্জন করতে পারে, তাহলে আল্লাহর ভালবাসা

পেতে পারে। তেমনি যে সব ব্যক্তিবর্গের কথা উপরে উল্লেখ করা হলো, তারাও যদি এসব গুণাবলী অর্জন করে, তাহলে তারাও আল্লাহর ভালবাসা পেতে পারে। তবে আল্লাহর ভালবাসা চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কষ্ট-সাধনা করে অর্জন করতে হবে। জিনিস যত মূল্যবান হয়, তা অর্জন করতে তত কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তাই আল্লাহর ভালবাসার মত মহামূল্যবান জিনিস পেতে হলে সেরূপ কষ্ট-সাধনা করতে হবে। আর এ সাধনা করতে পারে সে ব্যক্তি যে আখিরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহিতার অনুভূতি পোষণ করে নিজের নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়।

وَاَمَّامَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى.

"আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করেছে এবং নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে।" (সূরা নাযিয়াত ঃ ৪০)

উপরে আল্লাহর ভালবাসা লাভের জন্য যে সাতটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায়।

তাহলো– **প্রথমতঃ** ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, তাঁকে স্মরণে রেখে এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার ভয় পোষণ করে জীবনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রে পাক-পবিত্রতা অর্জন ও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ইবাদত-বন্দেগী তথা নামায-রোযা যথারীতি পালন করে যেতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রতি যথারীতি ভয় পোষণ করে তাকওয়া অবলম্বন করে মুত্তাকী হতে হবে, সদাচরণের মাধ্যমে মুহসেন হতে হবে। সাথে সাথে তাকে তাওয়াক্কুল আল্লাল্লাহ, আল্লাহর উপর ভরসা ও বিপদ মুসিবতে ছবরকারী, এ চারটি গুণে গুণান্বিত হতে হবে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর দুনিয়ায় ইনসাফ কায়েম ও খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিকে বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হতে হবে। প্রয়োজনে আল্লাহর পথে সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে নামতে হবে এভাবে জমায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করে হক তথা দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে শামিল হতে হবে।

আল্লাহর ভালবাসা প্রাপ্তির এটাই কোরআনে উল্লিখিত পথ। কেউ যদি

শুধু ঈমান আনা, পবিত্রতা অর্জন ও নামায-রোযায় অভ্যস্ত হয়ে আল্লাহর ভালাবাসা পেতে চান, কোরআন তা অনুমোদন করেনা বরং তাকে যেমন উল্লিখিত চারটি গুণ অর্জন করতে হবে, তেমনি তাকে দ্বীন কায়েমের জিহাদে শামিল হতে হবে।

আবার কেউ দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে শামিল হলো ঠিকই কিন্তু ঈমান ও চরিত্রে মযবুতি আনতে পারলো না, উপরে উল্লিখিত চারটি গুণ অর্জন করতে পারল না, সেও আল্লাহর ভালবাসা লাভে সক্ষম হবে, কোরআন একথা বলে না। তাই আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য যুগপৎভাবে একই সাথে সাতটি গুণ অর্জন করতে হবে। আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনরূপ গোজামিল দেয়ার মোটেও কোন সুযোগ নেই। তাই প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিকে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করে তার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে জীবন যাপন করতে হবে।

উপসংহারে আমরা বলতে চাই সম্পদের আধিক্য লাভ বা ধনী হওয়া আল্লাহর বিরাগভাজনের কারণ নয় বরং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওসমান গনি, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের মত ধনী ব্যক্তিও ছিলেন। আল্লাহর বিরাগভাজনের কারণ হলো সম্পদের আধিক্যে কারুনের ন্যায় উল্লসিত হওয়া, কৃপণতা করা ও দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি, খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করা। তেমনি ভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভও আল্লাহর বিরাগভাজন হওয়ার কারণ নয়, ক্ষমতা তো অনেক নবীও পেয়েছিলেন। যেমন হযরত ইউছুফ (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সুলায়মান (আঃ)। আল্লাহর বিরাগভাজনের কারণ হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে গর্ব, অহংকার, যুলুম ও সীমালংঘন করা।

আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার কারণ এ নয় যে, সে শুধু বিনয়ী নামাযী ও এবাদত গুযার হবে। আল্লাহতো তাদেরকেই ভালবাসেন যারা এসব সৎ গুণাবলী অর্জনের সাথে সাথে আল্লাহর এ দুনিয়ায় ন্যায় ও ইনসাফ কায়েমে তৎপর হয়ে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর খেলাফত কায়েম করে, হককে বিজয়ী করে এবং এ ব্যাপারে জমায়াতবদ্ধ হয়ে একামতে দ্বীনের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

আল কোরআনে মু'মিনদের এমন তিনটি গুণের উল্লেখ দেখতে পাওয়া

যায়, যাতে বলা হয়েছে যে, এসব গুণের অধিকারীদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ "আর জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা ঃ বাকারা -১৯৪)

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসেনদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা মায়েদা - ১৩)

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা বাকারা -১৫৩)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকী (খোদাভীরু) মুহসিন (সৎকর্মশীল) ও ছবরকারী (ধৈর্যশীল) দের সাথে রয়েছেন।

তাই যারাই আল্লাহর প্রতি যথার্থভাবে ঈমান পোষণ করে, আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে পবিত্রতা অর্জন করে, যথারীতি আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করে, আল্লাহর প্রতি যথার্থ ভয় পোষণ করে তারাই প্রকৃত খোদাভীরু (মুত্তাকী) হতে পারে। ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে যথার্থ সৎ কর্মসম্পাদন, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মুহসিন (সৎকর্মশীল) হতে পারে, আর আল্লাহর খেলাফত কায়েমের লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে ন্যায় ইনসাফ কায়েমের জিহাদে শরীক হয়ে আল্লাহর পথে লড়াই ও চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে বাতিলের মোকাবিলায় ধৈর্যশীলের প্রমাণ পেশ করতে পারে, তারা আল্লাহ্‌কে সাথে পেতে পারেন। এভাবে আল্লাহকে সাথে নিতে ও সাথে রাখতে পারলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জীবনের সাফল্য লাভ হতে পারে অনেক সুগম ও সহজ। মোটকথা, মুত্তাকী, মুহসিন ধৈর্যশীলগণই অর্জন করতে পারে আল্লাহর প্রকৃত ভালবাসা। এরাই নবীর প্রকৃত অনুসারী।

লেখকের অন্যান্য বই

- ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন
- ইসলামী বিপ্লব সাধনে অধস্তন দায়িত্বশীলদের ভূমিকা
- ইসলামী আন্দোলনমুখী পরিবার গঠন
- ইসলামী আন্দোলনে শামিল হবেন কেন ও কিভাবে
- জনশক্তির আত্মপর্যালোচনা ও মানোন্নয়ন
- বাংলাদেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত
- মুমিনের পারিবারিক জীবন
- মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে আল কোরআন